উপসংহার

চা হল আসামের গৌরব। আমরা আশাবাদী যে কেন্দ্রীয় সরকার আসামের চা শিল্পকে আর্থিকভাবে সাহায্য করবে। এই শিল্প বাণিজ্যিক বাজারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বরাক উপত্যকার একল(লোক প্রত্য(ভাবে এবং আরো এক ল(লোক পরো(ভাবে চা শিল্পের সঙ্গে যুত্ত(। আর সেইজন্য এই বাণিজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বরাক উপত্যকায়ও চা শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যত। যদি চা বাগানগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়। বাগান মালিকদের সঠিক পদ(প বরাক উপত্যকার চা শিল্পকে বিশ্বের বাণিজ্যিক বাজারে আরো প্রতিষ্ঠিত করবে। অনেক বাগানে মালিকপ(কে দেখা যায় যে চা বাগানের ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে, অন্য ব্যবসায় অর্থ ব্যয় করে, ফলে সেই বাগানগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে লোকসানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বরাক উপত্যকার চা শিল্প প্রব্রজনের মধ্য দিয়ে আজ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। বরাক উপত্যকা যেহেতু চর্তুদিকে পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়ের প্রত্যেক বাঁকে যেমন থাকে অনিশ্চয়তা তেমনি চা শ্রমিকদের জীবনের প্রতিটি পদ(প যেন অনিশ্চয়তা বা বিস্ময়ে ভরা। দীর্ঘদিন থেকে বরাক উপত্যকায় বসবাস করার ফলে এই উপত্যকার জল-হাওয়ায় লালিত পালিত চা শ্রমিকদের জীবনে উপত্যকার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের ছাপ ল(্য করা যায়। এই উপত্যকার লেখকরা এই অঞ্চলেরই। ফলে তাদের বত্ত(ব্যে, তাদের চরিত্রে উঠে এসেছে চা বাগানের বিভিন্ন দিক। চা বাগানের সংস্কৃতির টানে চা বাগানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়েও ওদের লেখায় চা শ্রমিকদের একটা স্থান করে দিয়েছেন।

সময় পরিবর্তনশীল। সময়ের অমোঘ আবর্তনে চা শ্রমিকদের জীবনে নানা পরিবর্তন ল(্যণীয়। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের সেই বিস্ময় পরিস্থিতি আজ হয়তো নেই। ভারতবর্ষে স্বার্থ সুর(ায় প্রনয়ণ করা হয়েছে বিবিধ আইন। চা শ্রমিকদের সন্তানসন্ততিদের শি(া দানের উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে অসংখ্য স্কুল। বাধ্যতামূলক করা হয়েছে স্বাস্থ্য সুর(া। এতসবের পরেও যেন ওদের জীবনে কোনও এক স্থানে অপূর্ণতা বিরাজ। ল(্যণীয় যে চা জনজাতি এবং প্রাত্ত(ন চা জনজাতির মানুষ আজ

চা বাগানের শ্রম থেকে মুক্ত(হয়ে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত(।

চা জনজাতির উত্তরসুরীরা আজ উত্তরণের পথে অনেক দূর অগ্রসর। একসময় বাগানে কাজ করার জন্য ত্রীতদাস করে তাদেরকে আনা হয়েছিল। এর পাশাপাশি আরেকটি দৃশ্য চোখে পড়ে কোনও বাগানেই তাদের সংস্কৃতির কোনও লিখিত প্রতিলিপি নেই। এখন ওসব মুখে মুখেই চলে আসছে। তাদের নতুন প্রজন্ম যারা নব্য সভ্যতায় শি(ত তারা নিজেদের সংস্কৃতি চর্চায় বিমুখ। মোবাইল, ডিস টিভি, বিভিন্ন ধরণের চাকচিক্যময় পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির উপর বস্তুগত কারণেই চা শিল্পের প্রভাব পরিল(ত হয়। কৃষক জীবনের থেকে চা শ্রমিকের জীবনে আসায় তাদের সমাজের নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি চর্চায় বিঘ্ন ঘটে। চাষের প্রয়োজনেই পরিবারের একান্নবর্তিতা প্রয়োজন। কিন্তু চা চাষে এই শর্ত অনুপস্থিত। ফলে আমরা দেখতে পাই যে ছোট ছোট পরিবারে সমাজ বিভক্ত(হচ্ছে। আত্মীয় সম্পর্কে গভীরতা কমে যাচ্ছে। শিশুদের পর্যাপ্ত পরিচর্যা হচ্ছে না জীবিকার কারণেই। সেখানেও স্নেহমমতার বন্ধন কিছুটা শিথিলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে এখন শি(া বা লেখাপড়ার দিকে তাদের ঝোঁক বাড়তে দেখা যায়। কয়েকবছর ধরে চা শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত(থাকার জন্য এখন আর বর্তমান জীবিকার প্রতি কোনও বিরাগ নেই।

আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যে শি(ার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর শ্রেণির জীবনযাপনের ধারার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। ব্যক্তি(ও সমাজে মর্যাদা বাড়ানোর একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে ল(্যণীয়। আগে আদিবাসী চা শ্রমিক ব্যবসায়ে আগ্রহী ছিলেন না। এখন যেমন ব্যবসা প্রবণতা, সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ছে তেমনি বাড়ছে ভোগ প্রবণতা। আধুনিক যুগের জীবনযাত্রা ও গৃহস্থালির উপকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আদিবাসী চা শ্রমিকদের জীবনে পূজা-পার্বণ, নাচ ও গান স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত। সারাদিনের খাটুনির পর এ নাচ-গানই তাদের জীবনে চলার পথে রসদ যুগায়। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন চা শ্রমিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর আমরা বুঝতে পারি নিজ নিজ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বরাক উপত্যকার চা বাগানগুলিতে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা খুব নগন্য নয়। সমাজে নারীরা তেমন মর্যাদা পায় না। কর্ম(েত্রেও দেখা যায় নারী পু(ষের বৈষম্যতা। নারীরা পু(ষের তুলনায় কম পরিশ্রমে একই কাজ করে যাচ্ছে। সমাজে নারী তেমন মর্যাদার অধিকারিণী না হলেও আমাদের বরাক উপত্যকার গল্পকারেরা তাদের গল্পে, সাহিত্যে নারীকে একটা স্থান করে দিয়েছেন। আমাদের আলোচিত উপরিল্লিখিত প্রতিটি গল্পেই দেখা যায় নারী কঠোর পরিশ্রম করে, সংসার সামলিয়ে, ছেলেমেয়ের দায়িত্ব পালন করার পরও বাগানে পাতি তোলার কাজে ব্যস্ত। চা শিল্পের উন্নতির পেছনে নারীদের অবদান থাকলেও এই শিল্পের মাধ্যমে যে আয়ের উৎস সেখানে তারা সঠিক মর্যাদা পায় না। এখনের যুগেও এই অসাম্যতা সত্যিই দুঃখজনক।

বরাক উপত্যকার রচিত গল্পকারদের গল্পের চা বাগানের সেইসব নারীরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। চা বাগানের বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজস্ব মনের ভাব বা কল্পনাকে মিশিয়ে এমন কতগুলি চরিত্র রচনা করা হয়েছে। যেগুলি সত্যিই বাস্তব বলে মনে হয়। একবিংশ শতাব্দীর দরজায় দাঁড়িয়েও দিল্লির মত জায়গায় যদি 'নির্ভয়া'র জীবনে এমন জঘন্য ক(ণাময় ঘটনা ঘটে যায়। তাহলে প্রান্তীয় বরাক উপত্যকার চা বাগানের কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের জীবনের অবস্থা অতি সহজেই অনুমেয়।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন বাগানে অনেক চা শ্রমিকের সা(াৎকারে উঠে এসেছে তাদের জীবন কথা। মূলত দেখা যায় যে বর্হিরাজ্য থেকে আসা শ্রমিকেরা বরাক উপত্যকার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের এক করে নিয়েছেন। নিজেদের পিতৃপু(ষের সমাজ এবং সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে গেলেও বরাকের আলো বাতাস তাদের জীবনকে অন্য মাত্রা দান করেছে। বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতির জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন বরাক উপত্যকার চা শ্রমিক জনগণ।

.....